৩৪তম সংখ্যা | জুলাই-সেপ্টেম্বর | ২০১৯

ত্রৈমাসিক

আমিক বার্তা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের হেলথ সেক্টরের মুখপত্র

হসপিটালিটি সেক্টরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

মাদক থেকে সুস্থতা প্রাপ্তদের অনুপ্রাণিত করতে রিকভারী মাস উদ্‌যাপন

"এশিয়ান রিজওনাল ফোরাম এগনেস্ট ড্রাগ" কনফারেন্স এ ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ

হেলথ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

এসডিজি অর্জনে হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন জরুরি

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আতিকুল হক

"হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র" বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ২ সেপ্টেম্বর, হোটেল অবকাশের কনফারেন্স হলে। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আতিকুল হক তার বক্তব্যে বলেন, এসডিজি অর্জনে হসপিটালিটি সেক্টরে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন জরুরি। পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ৬টি সংস্থা কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নে কাজ করবে। তিনি আরও বলেন কৌশলপত্রটি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের তামাক নিয়ন্ত্রণ ফোকাল পয়েন্টের অধীন একটি মনিটরিং টিম গঠন করা হবে এবং প্রতিনিয়ত মনিটরিং করা হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান রাম চন্দ্র দাস।

একই উদ্দেশ্যে ২২ জুলাই বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে আয়োজন করা হয় তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভা। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত সচিব ড. ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস। সভার সভাপতি বলেন, বোর্ডের সহযোগী সংস্থাগুলোকে তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র বাস্তবায়নে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হবে এবং ট্যুরিজম বোর্ডের আওতাধীন সকল ভবন ও স্থাপনাগুলো হবে শতভাগ ধূমপানমুক্ত।

সভা দুইটিতে তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর কৌশলপত্র উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান। সভা আয়োজনে সহযোগিতায় ছিলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্।

"বিজয়ীদের গল্প"

সেপ্টেম্বর মাসকে রিকভারী মাস বলা হয়। মাদক থেকে সুস্থতা প্রাপ্তদের অনুপ্রাণিত করতে আন্তর্জাতিকভাবে সকল দেশে এই মাসে রিকভারী মাস উদ্‌যাপন করা হয়। প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে এই মাসটি উদ্‌যাপনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ৩টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়ে যে সমস্ত মাদকনির্ভরশীল নারী ও পুরুষ সুস্থ্য জীবন যাপন করছেন তাদের কে অনুপ্রাণিত করতে "বিজয়ীদের" গল্প শিরোনামে ৩টি কেন্দ্রে রিকভারী শেয়ারিং প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ

২২ সেপ্টেম্বর আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের উদ্যোগে নারী রিকভারীদের নিয়ে রিকভারী শেয়ারিং প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। প্রোগ্রামে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। তিনি সকল রিকভারীদের হাতে সৌজন্য উপহার তুলে দেন। এই প্রোগ্রামে ইনহাউজে চিকিৎসারত সকল রোগী এবং স্টাফগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রিকভারীগন তাদের শেয়ারিং এ বলেন

গাজীপুর কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একজন রিকভারী শেয়ারিং করছেন

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্র অধিদপ্তর যশোরের উপ-পরিচালক মো. বাহাউদ্দি

বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

সম্পাদকীয়

মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রতি সামাজিক অপবাদ বৈষম্য কিংবা মাদকনির্ভরশীল রোগ কে নিছক মাতলামি, বদ অভ্যাস, খারাপ অভ্যাস ইত্যাদি নেতিবাচক ধ্যান ধারণা প্রায় প্রতিটি দেশের বেশিরভাগ মানুষের মাঝে দেখা যায়। এমনকি মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবায় যারা সংযুক্ত রয়েছেন তাদের কাজকেও সঠিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান না করে বরং তাদের সাথে বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। এই সমস্ত সমস্যাগুলো দূরীকরণের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে মাদক থেকে সুস্থতা প্রাপ্ত রিকভারীদের অনুপ্রাণিত করতে বিশ্বব্যাপী সেপ্টেম্বর মাসকে জাতীয় রিকভারী মাস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। মাসটি উদ্‌যাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে যে সমস্ত ব্যক্তি মানসিক এবং মাদকনির্ভরশীল রোগের চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ আছেন তাদের সুস্থ জীবনের গল্পগুলো শেয়ার করা এর মাধ্যমে যে সমস্ত ব্যক্তিদের এই সম্পর্কিত সাহায্য প্রয়োজন তারা যেন চিকিৎসা সেবা নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এছাড়া মাসটি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির রিকভারী সময় আরো দীর্ঘস্থায়ী হতে সহায়তা করে ফলশ্রুতিতে এই চিকিৎসা সেবার প্রতি মানুষের মাঝে আস্থা তৈরি করা ও এই সংশ্লিষ্ট সেবার মানকে আরো সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়। একই সাথে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে এই রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও ইতিবাচক ধারণা প্রদান করা।

১৯৮৯ সালে প্রথম এই মাসটি উদ্‌যাপনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেই সময়ে মাস উদ্‌যাপনের বার্তা ছিলো যে "চিকিৎসায় কাজ হয়"। অর্থ্যাৎ এই রোগের চিকিৎসায় যে সফলতা আসে এবং চিকিৎসা সেবায় যে সমস্ত পেশাদারগণ আছেন তাদের কাজ কে সম্মানিত করা। ১৯৯৮ সালে National Alcohol and Drug Addiction Recovery Month (Recovery Month) এই নামে মাসটিকে উদ্‌যাপন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে মাদকনির্ভরশীল রোগের সাথে মানসিক রোগকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেই বছর থেকে বিশ্বব্যাপী সেপ্টেম্বর মাসকে জাতীয় রিকভারী মাস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। এরপর থেকে মাদকনির্ভরশীল এবং মানসিক সমস্যার রোগীদের মাঝে চিকিৎসা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করতে এবং সমাজে সকল মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য এই মাসটি উদ্‌যাপন করা হয়।

২০১৯ সালে রিকভারী মাস উদ্‌যাপনের ৩০তম বছর ছিলো এবারের স্লোগান "Join the Voices for Recovery: Together we are Strong। ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন ১৯৯০ সাল থেকে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে পুরুষদের জন্য ২টি এবং নারীদের জন্য ১টি মোট ৩টি চিকিৎসা কেন্দ্রে মাদকনির্ভরশীল ও মানসিক সমস্যার রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। এই বছর বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন রিকভারী মাস উদ্‌যাপন করে। রিকভারীদের জন্য আয়োজিত এই প্রোগ্রামে যেখানে ডামের চিকিৎসা কেন্দ্রের রিকভারীগন অংশগ্রহণ করে শেয়ার করেন তাদের রিকভারী জীবনের গল্প। ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন কর্তৃক আয়োজিত এই প্রোগ্রামটি বাংলাদেশে অন্য রিকভারীদেরকেও অনুপ্রাণিত করবে যার মাধ্যমে এদেশের মানুষের মাঝে এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করবে।

২য় পৃষ্ঠার পর বিজয়ীদের গল্প

প্রতিদিন নিয়মের মাঝে থাকা যেকোন সমস্যায় পরিবারের সাথে শেয়ারিং ও কেন্দ্রের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ তাদের সুস্থ থাকতে সহায়তা করেছে। প্রোগ্রামের শেষে কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার, উম্মে জান্নাত এর সমাপনী বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে প্রোগাম সমাপ্ত করা হয়। শেয়ারিং এর সাথে ছিলো ইনহাউজের রোগীদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উক্ত প্রোগ্রামটি সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রের কাউন্সেলর ফারজানা আক্তার সুইটি।

এছাড়া গত ২৭ সেপ্টেম্বর গাজীপুর ও ২৯ সেপ্টেম্বর যশোর আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে সুস্থ থাকার জন্য প্রতিনিয়ত যে প্রতিবন্ধকতাগুলোর সম্মুখীন হতে হয় সেই সমস্ত বাধা পেরিয়ে কিভাবে তারা মাদক থেকে দূরে আছে সেই গল্প শেয়ার করলো চিকিৎসা নিয়ে যাওয়া রিকভারীগণ। তারা মাদকের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে অবিচল থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

তামাকের বিজ্ঞাপন ও বিক্রি বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মো: হেলাল উদ্দিন

তামাকের বিজ্ঞাপন ও বিক্রি বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং সিগারেটের খুচরা বিক্রি বন্ধ করা হবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন। ২০ জুলাই বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি ও ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের যৌথ উদ্যোগে সমিতি কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন ও প্রচার-প্রচারণা বন্ধে 'বিগ টোব্যাকো টাইনি টার্গেট বাংলাদেশ' প্রতিবেদন উপস্থাপন ও করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সহ সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম তালুকদার। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর ও ঢাকার বাইরের বিভিন্ন মার্কেটের প্রতিনিধিগণ। তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন ও প্রচার- প্রচারণা বন্ধে 'বিগ টোব্যাকো টাইনি টার্গেট বাংলাদেশ' প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান।

মাসিক আমিকবার্তা

১০ম বর্ষ
৩৪তম সংখ্যা
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মোঃ মোখলেছুর রহমান
মোঃ মনিরুজ্জামান
উম্মে জান্নাত

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালত

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন অঞ্চল -৫ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মীর নাহিদ আহসানের নেতৃত্বে এবং বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সহায়তায় ৩ জুলাই মোহাম্মদপুর বিহারী ক্যাম্প সংলগ্ন ও শ্যামলী বাস স্ট্যান্ড এলাকায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদপুর বিহারী ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ১৩টি তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের দোকানে তামাক কোম্পানিগুলোর সিগারেটের খালি মোড়ক দিয়ে তৈরি বিজ্ঞাপনের বক্স ধ্বংস করেন এবং শ্যামলী বাস স্ট্যান্ড এলাকার ৩টি রেস্টুরেন্টকে আইন অনুসারে ধূমপানমুক্ত সাইনেজ না থাকায় ১০০০ করে মোট ৩০০০ টাকা জরিমানা করে এবং ৩টি তামাকতজাত দ্রব্য বিক্রয়ের দোকানকে ১০০০ টাকা করে মোট ৩০০০ টাকা জরিমানাসহ সিগারেটের ডিসপ্লে বক্স ধংস করা হয়।

উক্ত দুইটি এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় সহায়তায় ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-৫ এর স্বাস্থ্য পরিদর্শক আব্দুল খালেক মজুমদার। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কারিগরী সহযোগীতা প্রদান করে এবং ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সময় ডাম তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রাম্যমান আদালতে তামাকের অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসারণের চিত্র

পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং অনুষ্ঠিত

আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং এর আয়োজন করা হয়। এই প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২৭ সেপ্টেম্বর যশোর কেন্দ্রে পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং এর আয়োজন করা হয়। এ কাউন্সেলিং প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল মাদকাসক্তি চিকিৎসা সম্পর্কে অভিভাবকদের মনোসামাজিক শিক্ষা প্রদান, যাতে পরিবারের সদস্যরা তার পরিবারের মাদকাসক্ত সদস্যদের মাদক মুক্ত জীবনের অগ্রযাত্রায়, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মানসিক অবস্থার উন্নয়নে যথার্থ সহায়তা প্রদান করতে পারে। এই কাউন্সেলিং প্রোগ্রামে পরিবারের সদস্যগন উপস্থিত ছিলেন। যশোর কেন্দ্রের কাউন্সেলর মো. আবু হাসান মন্ডল গ্রুপ কাউন্সেলিং পরিচালনা করেন।

একইভাবে ১৩ জুলাই এবং ২৪ আগস্ট ঢাকা নারী কেন্দ্রে "মাদকাসক্তি চিকিৎসায় অভিভাবকদের ভূমিকা "এর ওপর পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং এর আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের কাউন্সেলর ফারজানা আক্তার এবং ফাইরুজ জিহান গ্রুপ কাউন্সেলিং পরিচালনা করেন। উক্ত ২টি কাউন্সেলিং প্রোগ্রামে ১৯ জন চিকিৎসারত রোগীর পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

মনোসামাজিক শিক্ষামূলক পারিবারিক সভা

পুনঃ আসক্তি প্রতিরোধে পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা এবং তাদের করণীয় বিষয়গুলোর সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসারত রোগীর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভা আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৩টি কেন্দ্রে পারিবারিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাজীপুর কেন্দ্রে পারিবারিক সভা

১৯ জুলাই এবং ৩০ আগস্ট আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরে চিকিৎসাধীন রোগীর পরিবারের সদস্যদের জন্য মনোসামাজিক শিক্ষা প্রদান বিষয়ক ২টি সভা আয়োজন করা হয়। সভা ২টি তে রোগীর পরিবার থেকে ১১৩ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সভার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্যে প্রদান করেন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মো. মিজানুর রহমান।

"মাদকাসক্তির প্রভাব ও পরিবারের করণীয় শীর্ষক" সম্পর্কে কাউন্সেলর মো. মাহমুদুল হাসান কবির এবং কেন্দ্রে চিকিৎসারত অবস্থায় সাক্ষাতকালীন সময়ে পরিবারের করণীয়, চিকিৎসা পরবর্তীতে পরিবারের ভূমিকা ও কর্তব্য সম্পর্কে কাউন্সেলর আনন্দ মোহন বর্মন আলোচনা করেন। এরপর মুক্ত আলোচনা এবং রিকভারী শেয়ারিং এর মধ্য দিয়ে সভা শেষ করা হয়।

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন কাউন্সেলর আনন্দ মোহন বর্মন

বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

৪র্থ পৃষ্ঠার পর মনোসামাজিক শিক্ষামূলক পারিবারিক সভা

যশোর কেন্দ্রে পারিবারিক সভা

একই উদ্দেশ্যে কে সামনে রেখে ৩১ আগস্ট আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরে চিকিৎসা নিতে আসা ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল **চিকিৎসাকালীন সময়ে রোগীর পরিবারের চিকিৎসা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি** করা। যশোর কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মো. আমিরুজ্জামান (লিটন) শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে সভার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। পরে যশোর কেন্দ্রের কাউন্সেলর মো. আবু হাসান মন্ডল, সভার মূল বিষয়ে আলোচনা করেন। মুক্ত আলোচনা পর্বে অভিভাবকগণের কেন্দ্রের চলমান সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক ও অন্যান্য স্টাফগণ। এছাড়াও সাম্প্রতিক একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ডেঙ্গু নিয়ে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করেন নড়াইল সিভিল সার্জন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আমিনুর রহমান। এরপর মুক্ত আলোচনা পর্বে আগত অভিভাবকগণের সেন্টারের চলমান সেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক, কাউন্সেলর ও কেস ম্যানেজারগণ।

ঢাকা নারী কেন্দ্রে পারিবারিক সভা

৩১ জুলাই এবং ২১ সেপ্টেম্বর আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। সভা দুইটির আলোচ্য বিষয় ছিলো "মাদকনির্ভরশীলদের পরিবারে সহনির্ভরশীলতার প্রভাব" এবং "মাদকদ্রব্য ব্যবহারের সমস্যা ও সহ-ঘটমান মানসিক রোগ"। সভার শুরুতে সভার উদ্দেশ্যে নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন উক্ত কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার, উম্মে জান্নাত।

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন মনোচিকিৎসক ডাঃ মোঃ রাহানুল ইসলাম

পরবর্তীতে কাউন্সেলর ফাইরোজ জীহান মূল বিষয়ে সচিত্র উপস্থাপনা করেন। ৩১ জুলাই সভায় মনোচিকিৎসক ডাঃ আক্তারুজ্জামান সেলিম এবং ২১ সেপ্টেম্বর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের আবাসিক মনোচিকিৎসক ডাঃ মো. রাহানুল ইসলাম বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য প্রদান করেন। আলোচকগণ বলেন সহনির্ভরশীলতা সমস্যার জন্য যদি পরিবারের কোন সদস্যের চিকিৎসার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে চিকিৎসা নেয়ার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন এবং মাদক নির্ভরশীল নারীদের বিভিন্ন মানসিক রোগ ও এর বিভিন্ন ঝুঁকি চিকিৎসা পরবর্তীতে সুস্থতা ধরে রাখতে অভিভাবকের করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় মুক্ত আলোচনা পর্বে অভিভাবকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন বিশেষজ্ঞ আলোচক ও নারী কেন্দ্রের স্টাফগণ। সবশেষে রিকভারী শেয়ারিং পর্বে একজন নারী রিকভারী তার সুস্থ্য জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। সভা সঞ্চালনা করেন কাউন্সেলর ফারজানা আক্তার সুইটি।

কারাবন্দীদের পুনর্বাসনে আইআরএসওপি প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

কারাবাসের পর কারা ফেরত ব্যক্তি যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের আইআরএসওপি প্রকল্পের উদ্যোগে কারাগারে বন্দীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কারাভ্যন্তরে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

কারাগারে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ চলমান

৩১ জুলাই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৩০ জন কারাবন্দী নিয়ে ইলেক্ট্রিক্যাল ও হাউজ ওয়ারিং এবং সেপ্টেম্বরে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ ৩০ জন বন্দী নিয়ে "হর্টিকালচার এন্ড নার্সারী ডেভেলপমেন্ট" প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে। প্রশিক্ষণগুলো যথাক্রমে ২৪ ও ২২ কর্মদিবসে শেষ করা হবে এবং প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরবর্তী সফলভাবে সম্পন্নকারী প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে আনুষ্ঠানিকভাবে সনদপত্র প্রদান করা হবে।

১৩ জুলাই কাসিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে ২৩ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ফুড মেকিং এর উপর প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের

অনুষ্ঠানে একজন প্রশিক্ষণার্থীকে সনদপত্র প্রদান করা হচ্ছে

মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয় এবং একই মাসে ২১ জুলাই কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-০১ এ ২৩ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে

বাকী অংশ ৬ষ্ঠপৃষ্ঠায় দেখুন...

৫ম পৃষ্ঠার পর কারাবন্দীদের পুনর্বাসনে আইআরএসওপি প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

আসবাবপত্র তৈরি এর উপর প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

কারাভ্যন্তরে পিয়ার স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ

কারাভ্যন্তরে কয়েদি কারাবন্দীদের মাদক চিকিৎসা কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য জুলাই মাসে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এবং কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে পিয়ার স্বেচ্ছাসেবকদের (কয়েদি কারাবন্দী) দুই দিনের প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয় উক্ত প্রশিক্ষণ দুটিতে মোট ৪০ জন পিয়ার স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও সনদপত্র বিতরণ সকল কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কারগারের সম্মানিত সিনিয়র জেল সুপার, জেলার ও ডেপুটি জেলারসহ, প্রশিক্ষক ডাম আইআরএসওপি প্রকল্পের স্টাফগণ অংশগ্রহণ করেন।

মিরপুরে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা

মিরপুর ৭ নম্বর সড়কের আরামবাগে ঝিলপাড়ের বিশাল বস্তিতে আগুনে পুড়ে গেছে কয়েকশ বাসা-বাড়ি। ক্ষতিগ্রস্তদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারী প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে পরিচালনারত প্রতিষ্ঠান ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ডিএনসিসি পার্টনারশিপ এলাকা-৩ থেকে দুটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। মেডিকেল ক্যাম্প থেকে ৩৫০ রোগীকে ফ্রি চিকিৎসা ও ওষুধ প্রদান করা হয়।

মেডিকেল ক্যাম্পে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে তামাক ও মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক সভা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প ডিএসসিসি পিএ-৩ ও মাতৃপিঠ আইডিয়াল একাডেমি এন্ড হাই স্কুলের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ২৮ সেপ্টেম্বর মাতৃ পিঠ আইডিয়াল একাডেমি এন্ড হাই স্কুলে তামাক ও মাদক বিরোধী সচেতনতামুলক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শিক্ষার্থীরা তাদের শেয়ারিং এ বলেন মাদকের সহজলভ্যতা কমাতে পারলে শিক্ষার্থীদের মাদক নির্ভরশীলতার ঝুকিও অনেক কমবে।

তামাক ও মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক সভায় সভাপতিত্ব করেন উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক আলানুর আক্তার পারুল। সভায় প্রতিষ্ঠানের নবম শ্রেণীর ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। সভার শুরুতে প্রথমে এই সভাটি আয়োজনের উদ্দেশ্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডাম স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত ইউপিএইচ সিএসডিপি প্রকল্প ডিএসসিসি পিএ-৩ প্রকল্পের ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রুবাইয়া। অনুষ্ঠানে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার, উম্মে জান্নাত তামাক ও মাদক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক এবং এর প্রভাব বিষয়ে সচিত্র তথ্য উপস্থাপন করেন। সবশেষে সভাপতির বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সভাটি সমাপ্ত হয়।

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন ডাম ইউপিএইচ সিএসডিপি ডিএসসিসি পিএ-৩ প্রকল্পের ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রুবাইয়া

মাদকাসক্তি চিকিৎসা সেবায় মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে সঠিকভাবে নিরীক্ষা ও যাচাইকরণের জন্য প্রশিক্ষণ

মাদকাসক্তি চিকিৎসার ক্ষেত্রে যথাযথ দক্ষতার অভাব অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা। এই দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত ডাক্তার, কাউন্সেলর, ম্যানেজার এবং এই চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশাজীবীদের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই)-ট্রেনিং এন্ড ক্রেডেন্টশিয়ালিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় "ইনটেক, স্ক্রীনিং, এ্যাসেসমেন্ট, ট্রিটমেন্ট প্লানিং এন্ড ডকুমেন্টেশন ফর এডিকশন প্রফেশনালস"-এর ওপর পাঁচ দিনব্যাপী তৃতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। ২৯ আগস্ট ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের ট্রেনিং রুমে প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক এবং কলম্বো প্ল্যানের গ্লোবাল মাষ্টার ট্রেইনার ইকবাল মাসুদ ও অন্যান্য আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্ত মাস্টার ট্রেনারগণ।

প্রশিক্ষণের সেশন পরিচালনা করছেন মোঃ শাহানুর হোসেন

উল্লেখ্য, কলম্বো প্লানের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেন্টশিয়ালিং এন্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই) কর্তৃক বাংলাদেশে অনুমোদিত একমাত্র এডুকেশন প্রভাইডার হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। এ প্রশিক্ষণ চলমান থাকবে।

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বিভিন্ন কর্মসূচি

২৫ আগস্ট, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় খিলক্ষেত ও জামতলা সেন্টারের যক্ষ্মা রোগে ভাল হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের সাথে যক্ষ্মার উপর ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে উক্ত প্রকল্পের একাউন্টস অফিসার মোহাম্মদ শাহাদাৎ খাঁন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। পরে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার ডাঃ ফাতেমা খাঁন যক্ষ্মা কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে ডাঃ ফাতেমা খাঁন অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

গ্রাজুয়েট প্রাইভেট প্রাকটিশনারদের নিয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর এক ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন ডাঃ আহমেদ পারভেজ জাবীন

বাকী অংশ ৮মপৃষ্ঠায় দেখুন...

৭ম পৃষ্ঠার পর যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বিভিন্ন কর্মসূচি

করা হয়। আহ্ছানিয়া মিশন ক্যানসার ও জেনারেল হাসপাতালে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশে যক্ষ্মা রোগের অবস্থা ও জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ আহমেদ পারভেজ জাবীন ও বিশেষ অতিথি ছিলেন ডাঃ রেজা আহমেদ। সভায় ডাম যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের মনিটরিং এ্যান্ড ইভালুয়েশন অফিসার ডাঃ ফাতেমা খাঁন ডামের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ও যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন।

৩১ আগস্ট যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের জামতলা সেন্টারের এলাকায় মুনলাইট ওয়াশিং এবং ডিজাইন এর শ্রমিকদের নিয়ে যক্ষ্মা বিষয়ের উপর ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাম টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের, এমএন্ডই অফিসার ডাঃ ফাতেমা খাঁন। সভার শুরুতে উক্ত প্রোগ্রামের একাউন্টস অফিসার মোহাম্মদ শাহাদৎ খাঁন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত সভায় রিসোর্স পার্সন ছিলেন ডাঃ আছমা আক্তার তিনি এ রোগের চিকিৎসা ও সামাজিক ধারনা এবং যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের করণীয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। সবশেষে লক্ষণ যুক্ত যক্ষ্মা রোগী জামতলা ও খিলক্ষেত ডটস্ সেন্টারে কফ পরীক্ষা ও যক্ষ্মা সনাক্তের জন্য রেফার করার মাধ্যমে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানান।

ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি (বিএনএ) প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ নিউট্রিশন অ্যাক্টিভিটি (বিএনএ) প্রকল্পটির আওতায় প্রতিবেদন সময়কালে উক্ত সময়ের মাঝে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এর মাঝে ছিলো বসত-বাড়ীর আশে পাশে বাগানের তথ্য সংগ্রহ। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ১৮-২২ সেপ্টেম্বর' পটুয়াখালী সদর, কলাপাড়া ও মীর্জাগঞ্জ উপজেলায় বিভিন্ন গ্রামের নারীদের কাছ থেকে বসত-বাড়ীতে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি সমৃদ্ধ শাক-সবজি, ফল ও প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

বাগানের তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ের ছবি

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দদের কর্মএলাকায় কার্যকর ভূমিকা ও সহায়তা ও পরামর্শের জন্য পটুয়াখালী ইসলামী ফাউন্ডেশন ও মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করা হয়।

গ্রোথ সেন্টারসমূহে পুষ্টিকর খাবারের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২৮ আগস্ট ও ১৮ সেপ্টেম্বর কলাপাড়া গ্রোথ সেন্টারের মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির সাথে মৎস্য পণ্যের সঠিক পুষ্টিমান রক্ষা এবং মৎস্য বাজারের পরিচ্ছন্নতার অবস্থা নিরূপণ বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার মাধ্যমে বাজারের পরিচ্ছন্নতা ও পণ্যের সঠিক পুষ্টিমান রক্ষায় তাদের পদক্ষেপসমূহ, ভবিষ্যতে বাজার উন্নয়নে তাদের কর্ম পরিকল্পনা ও বিএনএ প্রকল্পের কাছ থেকে তারা কি ধরনের সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবেন সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত সভায় বিএনএ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ ও মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির ৩০ জন সদস্য উপস্থিত ছিল।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য কাজের সাথে মহিলা ও কিশোরীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলায় কাজ করে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে মাইক্রো ফাইন্যান্স মহিলা গ্রুপের সদস্যদের সাথে পুষ্টিকর খাবার সর্ম্পকে জ্ঞান এবং স্থানীয় পর্যায়ে পুষ্টিকর খাবার সামগ্রী ও ওয়াশপণ্যসমূহ সহজলভ্য করার সহায়তা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রকল্প এলাকায় বেইজ লাইন সার্ভের অংশ হিসেবে ডীপ ড্রাইভ সম্পন্ন হয়েছে। ডীপ ড্রাইভে বাজার থেকে যারা খাদ্য ক্রয় করে, পরিবারের জন্য খাবার রান্না করে, পানি সংগ্রহ করে তাদের মাসিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেসব পরিবারে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু, গর্ভবতী ও দুগ্ধ খাওয়ানো মহিলা এবং কিশোর-কিশোরী রয়েছে, সেসব পরিবার থেকে এই সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পেপসেপ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নগর এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সার্বিক উন্নয়নে ''হেলথ এন্ড নিউট্রেশন ভাউচার স্কিম ফর পুওর, এক্সট্রিম পুওর এন্ড সোস্যালি এক্সক্লুডেড পিপ্‌ল (পেপসেপ)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার সাভার ও সাতক্ষীরা পৌরসভা এলাকায় কাজ করছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো নগর অঞ্চলের স্থানীয় বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে ভাউচার কার্ডের বিনিময়ে উপকার ভোগীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করা।

এই লক্ষ্য কে এগিয়ে নিয়ে যেতে ২৬ আগস্ট সাভার পৌরসভা মিলনায়তনে উপকার ভোগীদের মাঝে ভাউচার কার্ড বিতরণ কর্মসূচিতে প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। এই প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় যুগ্ম সচিব ও "ইইউ সাপোর্ট টু হেলথ্ এন্ড নিউট্রিশন টু দি পুওর ইন আরবান বাংলাদেশ" প্রকল্পের পরিচালক মেজ বাহ্উদ্দিন। সাভার পৌরসভার মেয়র হাজী আব্দুল গণির সভাপতিত্বে এছাড়াও উক্ত কার্ড বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক মিস্ নাদিয়া রশিদ, ঢাকা আহবছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মোখলেছুর রহমান এবং পেপসেপ প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. মনিরুজ্জামান।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ

২ জুলাই ধানমন্ডির টাইম স্কোয়ারে পেপসেপ প্রকল্পের ওয়ার্কশপ অন ডেভেলপমেন্ট অফ বিসিসি স্ট্যাটেজি এন্ড বিসিসি ম্যাটারিয়ালস অডিও ভিজুয়্যাল মেটারিয়াল ডেভেলপমেন্ট কার্মসূচির আওতায় অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ মনিরুজ্জামানের সঞ্চালনায় উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। উক্ত কর্মশালায় অসংক্রামক ব্যাধিসমূহ বিশেষ করে হৃদরোগ, স্ট্রোক, ক্যানসার, ডায়াবেটিস, কিডনিরোগসহ ও এগুলো প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টিতে আমাদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

হেনা আহমেদ হাসপাতালে ফ্রি কিডনী ক্যাম্প

মেডিকেল ক্যাম্পে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে

১৩ সেপ্টেম্বর মুন্সিগঞ্জের আলমপুরে অবস্থিত ডাম স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত হেনা আহমেদ হাসপাতালে, ফ্রি কিডনী ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ক্যাম্প থেকে ২০৫ জন রোগীর ফ্রি চিকিৎসা, ১১৫ জন রোগীর ফ্রি ডায়বেটিস টেস্ট ও সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ৩০% ছাড় প্রদান করা হয়। ফ্রি কিডনী ক্যাম্পের আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস ও ইনসাফ বারাকাহ্ কিডনী ও জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা। ক্যাম্পটিতে ৭ সদস্যের চিকিৎসক দল কাজ করেন।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ফোন করুন:

গাজীপুর (পুরুষ কেন্দ্র):
০১৭৭২৯১৬১০২, ০১৭১৫৪০৭৮৪৩

যশোর (পুরুষ কেন্দ্র):
০১৭৮১৩৫৫৭৫৫,০১৭৫৭০২৩৭৩৩

ঢাকা (নারী কেন্দ্র):
০১৭৭৭৭৫৩১৪৩, ০১৭৪৮৪৭৫৫২৩

আত্মহত্যা প্রতিরোধে আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক কর্মশালায় স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

১১-১২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় হোটেল সোনারগাঁও তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত "রিজিওনাল ওয়ার্কশপ অন সুইসাইড প্রিভেনশন" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান , শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় আত্মহত্যা প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের বর্তমান উদ্যোগ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে উপস্থাপনা ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ও আইআরএসওপি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়ক মো. আমির হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ

সার্বজনীন পারিবারিক দক্ষতা উন্নয়নের পরীক্ষামূলক কর্মসূচিতে ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

সেপ্টেম্বর-২০১৯ এ ঢাকার গবর্মেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলে চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ইউএনওডিসি কর্তৃক আয়োজিত "সার্বজনীন পারিবারিক দক্ষতা উন্নয়ন" বাংলাদেশ অংশের পরীক্ষামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে ১০-১৫ বছর বয়সী ৪৫ জন ছাত্র ও তাদের বাবা মা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ও আইআরএসওপি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়ক মো. আমির হোসেন এবং আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সেলর ফাইরোজ জীহানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

বিদ্যালয়ে সেশন পরিচালনা করা হচ্ছে

"এশিয়ান রিজওনাল ফোরাম এগনেস্ট ড্রাগ" কনফারেন্স -এ ডাম স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালক রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন

ভারতের কচিতে অনুষ্ঠিত "এশিয়ান রিজওনাল ফোরাম এগনেস্ট ড্রাগ" এর কনফারেন্স এ ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত কনফারেন্সের ২য় দিন ২৬ সেপ্টেম্বর প্যানেল সেশনে প্যানেলিস্ট হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি একটি সেশন উপস্থাপনা করেন। এই প্রোগ্রামে বাংলাদেশসহ এশিয়ার ২৮টি দেশের ২০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সেশন উপস্থাপনা করছেন ডাম স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ

কেস স্টাডি ১

মাদকমুক্ত শেলী ও রাকিব (ছদ্মনাম) দম্পতি দু'জনেই এখন তাদের জীবনকে নতুন করে সাজিয়েছে

শেলীর বয়স ৪২ ও রাকিবের ৪৭ বছর বয়স। শেলী মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে অপরদিকে রাকিবের পরিবার অনেক অভিজাত ও সমাজে বেশ পরিচিত ছিলেন। রাকিব ১৭ বছর বয়স থেকে মাদক গ্রহণ শুরু করে। শেলীর মাদক গ্রহণ শুরু হয় তার বিয়ের পর থেকে স্বামী রাকিবের মাধ্যমে। শেলী ১৭ বছর এবং রাকিব ২৩ বছর যাবৎ মাদকনির্ভরশীল ছিলেন। ফেন্সিডিল, ইয়াবা, ঘুমের ওষুধ,মদে আসক্ত ছিলেন তারা দু'জনেই। পরিবারে বাবা মায়ের ছোট ছেলে ও অনেক আদরের সন্তান ছিলেন তাই বাবা মা এটাকে প্রথম দিকে সমস্যা মনে করতেন না। এবং তারা ভাবতেন বিয়ে দিলে তাদের ছেলে ঠিক হয়ে যাবে। পরবর্তীতে দেখা যায় বিয়ের পর তার স্ত্রী শেলীও মাদকনির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এর মাঝেই তাদের ২টি সন্তান হয়। মাদকাসক্তির জন্য সবসময় শেলীকেই দোষারোপ করা হতো। অনিয়ম, সংসারের প্রতি অমনোযোগী, সন্তানদের সঠিক দেখাশুনা না করা, বিভিন্ন দোকানে বাকী করা, সমাজের অনেকেই জেনে যায়, ঘরে বসে সারাদিন নেশার আড্ডায় থাকা, যা সন্তানের উপর প্রভাব পড়তে শুরু করে। একটা সময় এমন হয়ে যায় যে তারা সারদিন নিজেদেরকে পরিবারের সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু মাদকের নেশায় বুদ হয়ে থাকতো। এমন অবস্থায় শেলীকে তার শশুড় আহ্ছানিয়া মিশনের নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে এবং রাকিবকে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরে পুরুষদের চিকিৎসা কেন্দ্রে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা নেওয়ার পরিকল্পনা করেন।

তারা দুজনেই ১১ মাস চিকিৎসা নেয়। বর্তমানে শেলী ও রাকিব ২ বছর যাবৎ সুস্থ্য আছেন ও পরিবার, সন্তানসহ ভালো আছেন এবং চিকিৎসা কেন্দ্রের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। মাদকমুক্ত শেলী ও রাকিব দম্পতি দু'জনেই এখন তাদের জীবনকে নতুন করে সাজিয়েছে।

মমতাজ খাতুন
কেস ম্যানেজার
আহ্ছানিয়া মিশনের নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র।

আহ্ছানিয়া মিশন
স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরাম
সুবিধাবঞ্চিত মানুষের চিকিৎসা সেবায় এগিয়ে আসুন
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই ফোরামের সদস্য হতে পারবেন
❋ নিয়মিত সদস্য; ❋ জীবন সদস্য; ❋ পেট্রোন
স্বাস্থ্য সুরক্ষা ফোরামের সদস্য হতে ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
স্বাস্থ্য সেক্টর
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি - ১৫২/ক, ব্লক - ক, সড়ক - ৬, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ৫৮১৫১১১৪; ইমেল: amic.dam@gmail.com
www.amic.org.bd
মোবাইল: ০১৭৮২৬১৮৬৬১, ০১৭১৪০৮৮৯৬৮

কেস স্টাডি ২

সঠিক চিকিৎসা ও নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস থাকলে মাদকের মতো সমস্যাকেও জয় করা সম্ভব

আলতাফ হোসেন (ছদ্মনাম), বয়স ২৭ বছর। বাড়ী ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানায়। সরকারি চাকুরিজীবী বাবা এবং গৃহিণী মায়ের আদরের একমাত্র সন্তান। তাকে নিয়ে বাবা মায়ের ছিলো স্বচ্ছল সুখের সংসার। ছেলেকে নিয়ে তাদের স্বপ্ন ছিল সে বড় হয়ে বাবার মতো সরকারি চাকুরি করবে। আলতাফ পড়াশোনায়ও ভাল ছিল। এস.এস.সি পাশের পর কৌতূহলবশত এবং বন্ধুদের পাল্লায় পরে ঘুমের ঔষধ সেবনের মাধ্যমে শুরু হয় তার নেশার জীবন। পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের নেশার সাথে যুক্ত হয়ে পরে। পরিবারের সাথে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। নেশার টাকার প্রতি চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে, চাহিদা মেটাতে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাছে ধার করতে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, কাছের মানুষেরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এইচ.এস.সি পাশের পর তার পক্ষে আর পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। শারীরিক, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আলতাফ পরিবারের অশান্তির কারণ হয়ে ওঠে। ছেলেকে নিয়ে দিশেহারা বাবা-মা, যশোরে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র উদ্বোধনের খবর জানতে পারেন। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ছেলেকে চিকিৎসা করাবেন। সেই উদ্দেশে এবং ২৬ জুন ২০১০ এ আহ্ছানিয়া মিশনের মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরে রোগী হিসেবে ভর্তি করেন। আলতাফ হোসেন এই কেন্দ্রের প্রথম রোগী ছিলেন। চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়নে সামাজিক পুনর্বাসন, ফিরে পাওয়া আত্মবিশ্বাস ও চিকিৎসা কেন্দ্রের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে এখানেও সে সফল হয়। সফলতার সাথে তিনি ৬ মাসের চিকিৎসা প্রোগ্রাম শেষ করেন। পরিবার তার আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে, তাকে ব্যবসা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। অটোরিক্সার সরঞ্জামাদির ব্যবসার মাধ্যমে শুরু হয় সুস্থ জীবনে বেঁচে থাকার নতুন জীবনের সংগ্রাম। ব্যবসার মাধ্যমে আলতাফ স্বাবলম্বী হয়ে উঠে। বর্তমানে বাবা-মাকে নিয়ে তার সুখের সংসার। তিনি বর্তমানে প্রায় ১০ বছর যাবৎ সুস্থ আছেন। তিনি কেন্দ্রের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করেন। সমাজে সে ফিরে পেয়েছে গ্রহণযোগ্যতা এবং সে যুব সমাজের মাঝে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যও কাজ করছে। আলতাফ হোসেন বলেন সঠিক চিকিৎসা ও নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস থাকলে মাদকের মতো সমস্যাকেও জয় করা সম্ভব। তিনি বলেন মাদকমুক্ত সুস্থ নতুন জীবনের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কাছে তিনি চির কৃতজ্ঞ।

মোঃ আমিরুজ্জামান লিটন
কেন্দ্র ব্যবস্থাপক
আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোর

প্রবীণদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন

হেনা আহমেদ শান্তি নিবাস

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান

সার্বক্ষণিক সেবার জন্য রয়েছে

- হেনা আহমেদ শান্তি নিবাসে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত, পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত নির্মল পরিবেশে প্রবীণদের থাকার ব্যবস্থা
- মানসম্মত খাবার
- নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা (হেনা আহমেদ হাসপাতাল)
- খেলাধূলা ও চিত্তবিনোদনের সুবিধা
- অভিজ্ঞ ও আন্তরিক কর্মী দ্বারা পরিচালিত
- প্রবীণদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ
- সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মানের নিশ্চয়তা

যোগাযোগ
হেনা আহমেদ শান্তি নিবাস
আলমপুর, হাঁসাড়া, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
ফোন: ০২-৫৮১৫১১১৪, ০১৪০১১৬৬৬০৬, www.amic.org.bd

স্বাস্থ্য সেক্টর এর ৪টি নতুন প্রকাশনা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর এর ৪টি নতুন উপকরণ প্রক হয়েছে।এগুলোর মধ্যে আছে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বিভিন্ন সম্বলিত বুকলেট, মাদকনির্ভরশীল কারাবন্দীদের পুনর্বাসনে পরিচ আইআরএসওপি প্রকল্পের ব্রুশিয়ার,শান্তি নিবাসের লিফলেট এবং সুরক্ষা ফোরামের তথ্য সম্বলিত ব্রুশিয়ার।

আমিক, বাড়ি-১৫২/ক, ব্লক-ক, সড়ক- ৬, পিসিকালচার হাউজিং, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং আহ্ছানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, প্লট-৩০, ব্লক-এ, রোড-১৪
আশুলিয়া মডেল টাউন, খাগান বিরুলিয়া সাভার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৮২৬১৮৬৬১, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, web: www.amic.org.b